দৈনিক
দিনকাল
THE DAILY DINKAL

২৭-১২-০৭

শিক্ষা ও গবেষণা

ড. এম, আজিজুর রহমান

শিক্ষা, শিক্ষার মান, গবেষণা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড একটির সাথে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অন্যটি ভাবা বা চিন্তা করা যায় না। মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে পারলে জীবন উন্নয়নের কথা ভাবতে পারি। মানুষের কল্যাণার্থে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে আরও অতিরিক্ত কিছু করা যায় কিনা, তা কিভাবে করা যায়, এসব চিন্তা-ভাবনার মূলেই চলে আসে গবেষণার প্রসঙ্গ।

গবেষণাকেন্দ্রিক সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকে আমরা উচ্চ শিক্ষা বলে থাকি। আবার উচ্চ শিক্ষা ব্যতীত কোনো গবেষণা করা যায় না তা ঠিক নয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষাসহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা, অর্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা হলো গবেষণার প্রধান উৎস।

মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণার জন্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পশ্চিমা দেশগুলোর স্থান অনেক ওপরে। উত্তরোত্তর শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছে। গবেষণা কার্যক্রমে সফলতা অর্জন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধাস্ত্রে বিশ্ববাজার দখল করে নিয়েছে। প্রসাধনী সামগ্রী কিনতে চাইলে আমরা খুঁজতে থাকি এটি ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডে তৈরি কিনা। জাপান দখল করে নিয়েছে গাড়ির বাজার। ইন্ডাস্ট্রির যন্ত্রাংশ ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির বাজার দখল করে নিয়েছে জার্মানি ও বেলজিয়ামের মত বেশ কয়েকটি উন্নত দেশ।

গবেষণা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশও অনেক ভাল করতে পারে। সার্ক দেশভুক্ত দেশের নারীদের সাজ-সজ্জা ও পরিধেয় বস্ত্রের বৃহত্তম বাজার হলো ভারত। নীট ও ওভেন ফেব্রিক্স বস্ত্র বা পোশাক পরিচ্ছদের বিশ্বব্যাপী বাজারের অনেকাংশ এখন চীন ও বাংলাদেশের দখলে। স্বাধীনতার পরও সাড়ে সাত কোটি লোকের বাংলাদেশে খাদ্যের অভাব ছিল। এখন এদেশের জনসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ কোটি। কিন্তু সেই তুলনায় খাদ্যোৎপাদন আগের চেয়ে বেড়েছে। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার দু'পাশে বেড়ি বাঁধ দিতে পারলে ছোট খাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশ একটি বড় ধরনের চাল রফতানিকারক দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। একটি স্বল্পোন্নত দেশ হয়েও ধান গবেষণায় সফলতা অর্জনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট গবেষক ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) প্রায় অর্ধশত উচ্চ ফলনশীল ধান আবিষ্কার করতে পারার কারণেই বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি কমে এসেছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের উচ্চ শিক্ষার ইতিহাস প্রায় একশ বছরের। প্রায়শই শোনা যায় যে আমাদের শিক্ষার মান বলতে তেমন কিছুই নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো নন-রিসার্স ইনস্টিটিউট অর্থাৎ শুধু শিক্ষাদানের কাজ করে থাকে। ভাল ধরনের কোনো গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কিছুই পাই না। আরও লজ্জাজনক বিষয় হচ্ছে যে গত বছর বিশ্বব্যাপী একটি জরিপে উচ্চ শিক্ষার মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বমোট ৫শ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে তালিকা প্রণয়ন করা হয় সে তালিকায় বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। আমাদের দেশের অর্জিত শিক্ষা ও সনদপত্র বিদেশে গ্রহণযোগ্য নয়, যা নিয়ে বিদেশে মানসম্পন্ন চাকরি জোটানো সম্ভব হয় না।

শিক্ষার মান ও গবেষণা বাড়াতে গেলে অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়- যা এদেশে সীমিত আকারে বিদ্যমান। গবেষণার জন্যে সামর্থ্য ও মানসম্পন্ন পরিবেশের প্রয়োজন হয় এবং ন্যূনতম ভৌত সুবিধাদি লাগে। ল্যাব ও লাইব্রেরি সিস্টেম শিক্ষা ও গবেষণার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও মানসম্পন্ন গবেষণার স্বপক্ষে আরও যে গুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহলো গবেষণায় সহায়ক রাজনৈতিক পরিবেশ, সরকারি, আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামো। লেজুড়বৃত্তি রাজনীতির কারণে শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকদের মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটলে ভাল কিছু আশা করা যায় না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো মানসম্পন্ন শিক্ষা ও ভালো গবেষণার সফলতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজন হয় ন্যূনতম পরিমাণের অর্থ ও অর্থ সম্পদ। সাধারণত বাংলাদেশসহ যে কোনো দেশের সরকার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা বাবদ সীমিত পরিমাণ অর্থ দিয়ে থাকে। বিশ্বের ব্যয়বহুল, মানসম্পন্ন ও বড় ধরনের গবেষণার বেশির ভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ে থাকে। বেশিরভাগ নামী-দামী অধ্যাপক, ব্যয়-বহুল গবেষণা, গবেষক ও ডক্টরেট তৈরি হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটা আশার বাণীই নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে এবং দিচ্ছে। পশ্চিমা দেশের মানসম্পন্ন শিক্ষা-কার্যক্রমের আদলে এদেশে উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণ, বাজারমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ প্রদান, রাজনীতি ও সেশন-জটমুক্ত পরিবেশ, সেমিস্টার পদ্ধতিতে শ্রেণী কার্যক্রম, ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি সিস্টেম সমৃদ্ধকরণ, শিক্ষা ও গবেষণায় বৈচিত্র্য এনেছে। উচ্চ শিক্ষা প্রদানে যোগ্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী বাজার মূল্যে নিয়োগ প্রাপ্তি সুবিধা সৃষ্টি করেছে। উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তিবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও সুবিধা প্রদান, উচ্চ শিক্ষা লাভে বিদেশ গমনেচ্ছুক ছাত্রদের দেশেই পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়করণ, এমনকি বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে। এছাড়াও আধুনিক ব্যাংক, বীমা, ইনস্যুরেন্স এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর গ্রাজুয়েটের নিয়োগ লাভ এবং তাদের দ্বারা কোম্পানিগুলোকে ক্রমান্বয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা অবশ্যই দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি নতুন মাত্রা যোগ করছে।

আশা করা যায় যে বাংলাদেশ সরকার মানসম্পন্ন শিক্ষার স্বার্থে গবেষণার আওতা বৃদ্ধি করবে। সরকার, সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ন্যূনতম তহবিল দেয়ার চেষ্টা করবে। উন্নত বিশ্বের সংস্কৃতির ন্যায় বড় বড় ব্যবসায়ী, কর্পোরেট অফিস, কোম্পানি, শিল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মানসম্পন্ন উৎপাদন বৃদ্ধির নিজস্ব কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন, দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থ ও অর্থ সম্পদের যোগান দিবে। অধিকন্তু দেশী উৎস ছাড়াও গবেষণা প্রকল্পে বিদেশ, বিশ্বব্যাংক-এর মত সংস্থা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা হতে আমরা অর্থ ও অর্থ সম্পদ পেতে পারি। ব্যবসায়ীদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করতে হবে যে শিক্ষার মান ও গবেষণা উন্নয়নের ফলে দেশের উন্নতিতে অবদানের জন্যে তাদের ওপর আরোপিত কর অনেকাংশে মওকুফ পাবে এবং শিক্ষা ও গবেষণা মানের উন্নয়ন ঘটবে। ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারবে।

মোটকথা মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কর্মদক্ষতা বাড়বে, সামগ্রিক ব্যবসায় বাণিজ্যের সফলতা অর্জনের সুযোগ প্রসারিত হবে, ব্যবস্থাপনার নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাবে, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হবে এবং উৎপাদনশীলতা ও মাথাপিছু আয় বাড়বে। দ্রব্য ও সেবামূলক সামগ্রীর উৎপাদন ও মান প্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পাবে। জনসাধারণ ও ভোক্তা অল্প দামে মানসম্পন্ন দ্রব্য ভোগ করতে পারবে। আর উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ আমরা বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো।